বিএনপি নেতা-কর্মীদের নিরাপত্তায় সাবেক ছাত্রলীগ নেতা রোটনের দাফন



ছবি: সংগৃহীত

নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটনের জানাজা ও দাফন সম্পন্ন হয়েছে। সোমবার (১২ অক্টোবর) সকাল ১১টার দিকে চট্টগ্রামের রাউজানের গহিরায় নিজ বাড়ির উঠানে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বক্স আলী চৌধুরী বাড়ির পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

জানাজা ও দাফন ঘিরে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পাশাপাশি বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরাও নিরাপত্তা ও শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে উপস্থিত ছিলেন। জানাজায় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের পাশাপাশি নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরাও অংশ নেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রোববার দিবাগত রাত ২টার দিকে রোটনের মরদেহবাহী গাড়ি গহিরার বক্স আলী চৌধুরী বাড়িতে পৌঁছায়। এ সময় বিএনপির নেতারা মরদেহ গ্রহণ করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেন। গভীর রাত থেকেই গহিরা ও আশপাশের এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। দাফনের পরও যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে বিষয়ে সতর্ক ছিলেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও বিএনপির নেতা-কর্মীরা।

দাফনের তদারকিতে থাকা প্রতিবেশী ও গহিরা কলেজ ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি জুয়েল চৌধুরী বলেন, রাজনৈতিক মতাদর্শ আলাদা হলেও রোটন মানুষ হিসেবে ভালো ছিলেন এবং দেশের একজন বড় মাপের রাজনীতিবিদ ছিলেন। রাউজানের সংসদ সদস্য গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরীর নির্দেশনায় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা জানাজায় অংশ নেন।

উত্তর জেলা যুবদলের সহসভাপতি সাবের সুলতান কাজল বলেন, শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি যুবদল ও ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা কাজ করেছেন। রাজনৈতিক মতপার্থক্যের ঊর্ধ্বে উঠে মানবিক বিবেচনায় তাঁরা রোটনের জানাজা ও দাফন সম্পন্ন করেছেন।

রাউজান উপজেলা যুবদলের সভাপতি শাহাজান সাহিল বলেন, বিএনপি প্রতিহিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। স্থানীয় সংসদ সদস্যের নির্দেশনায় সাবেক ছাত্রলীগ নেতার জানাজা ও দাফনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পৌরসভা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক শাহাদাত মির্জা বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে তাঁরা ঘরছাড়া ছিলেন এবং তাঁদের কোনো নেতা-কর্মী মারা গেলে রাউজানে দাফন করতে দেওয়া হতো না। তবে মানবিক বিবেচনায় তাঁরা রোটনের শেষযাত্রায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে কাজ করেছেন।

রোটনের বড় ভাই নাসিবুল হায়দার চৌধুরী মিল্টন জানাজা সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে সহযোগিতার জন্য সংসদ সদস্য গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, ‘সবাই আমার ভাইকে ক্ষমা করে দিবেন ও দোয়া করবেন।’